গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০৩৩.০২৪.০০৪.১৭-২৬১ তারিখঃ ২৯-০৫-২০১৮

বিষয়ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত মেঘনা ইকোনমিক জোনের জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ের আষাঢ়িয়ার চর সেতু হতে ছয়হিস্যা গ্রাম পর্যন্ত ২.৭০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং অন্যান্য ইকোনমিক জোনের সংযোগ সড়ক নির্মাণের অর্থায়ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যববরণী প্রেরণ সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত মেঘনা ইকোনমিক জোনের জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ের আষাঢ়িয়ার চর সেতু হতে ছয়হিস্যা গ্রাম পর্যন্ত ২.৭০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও মাতারবাড়ী, সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং অন্যান্য ইকোনমিক জোন নির্মাণের অর্থায়ন বিষয়ে গত ১০ মে ২০১৮ তারিখে একটি সভা এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

২৯/০৫/২০১৮

(তওহীদ আহমদ সজল)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন-৯৫১৪২৬৬
E-mail: sajalpol@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), মোনেম বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট (লেভেল-১২), ১১১ বীর উত্তম, সি.আর দত্ত, ঢাকা-১২০৫
২। সদস্য (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৩। সদস্য (শিল্প ও শক্তি বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৪। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৫। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৬। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট-৫), অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭। যুগ্মসচিব (বাজেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৮। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সার্কেল), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৯। উপসচিব (বাজেট),সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রোগ্রামিং বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরনীটি এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৪। উপপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫-৬। অফিস কপি/মাস্টার কপি

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-30

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

বিষয়ঃ মেঘনা ইকোনমিক জোনের জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ের আষাড়িয়ার চর হতে ছয়হিস্যা গ্রাম পর্যন্ত উপর ২.৭০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং অন্যান্য ইকোনমিক জোনের সংযোগ সড়ক নির্মাণে অর্থায়ন সম্পর্কে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ	মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখঃ	১০ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময়ঃ	বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

২. উপস্থাপনাঃ

২.১ সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ বিভাগের যুগ্মপ্রধান সভা আহবানের বিস্তারিত তথ্য বর্ণনা করে জানান যে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত মেঘন ইকোনমিক জোনের জন্য ঢাকা-চট্রগ্রাম হাইওয়ের আষাড়িয়ার চর সেতু হতে ছয়হিস্যা গ্রাম পর্যন্ত ২.৭০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং অন্যান্য ইকোনমিক জোনের সংযোগ সড়ক নির্মাণে অর্থায়নের বিষয়ে পর্যালোচনার নিমিত্ত অদ্যকার সভাটি আয়োজন করা হয়েছে।

২.২ আরো উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ অর্থনেতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ১৪-০৫-২০১৭ তারিখে পত্রের মাধ্যমে মেঘনা ইকোনমিক জোনের জন্য ঢাকা-চট্রগ্রাম হাইওয়ের আষাড়িয়ার চর সেতু হতে ছয়হিস্যা গ্রাম পর্যন্ত ২.৭০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য অনুরোধ জানায়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবটি অসম্পূর্ন হওয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে প্রাসঙ্গিক বিস্তারিত তথ্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। সে সূত্রে ২১-০৯-২০১৭ তারিখে বেজা পুনরায় পত্র মারফত প্রস্তাবিত সড়ক নির্মাণের জন্য অনুরোধ জানায়। এ অবস্থায় বেজা নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি গ্রহণ করতে পারে এবং সওজ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তাসহ ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে বাস্তবায়ন করতে পারে মর্মে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র অনুমোদনক্রমে বেজা'কে গত ০৯-১০-২০১৭ তারিখে জানিয়ে দেয়া হয়। এ পত্রের প্রেক্ষিতে বেজা পুনরায় ২৪-১০-২০১৭ তারিখে অপর একটি পত্রের মাধ্যমে পুনঃঅনুরোধ জানায়। একইসাথে আরেকটি পত্রের মাধ্যমে ৭৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের সংযোগ সড়ক সওজ অধিদপ্তরের রোড নেটওয়ার্কভুক্ত করণের প্রস্তাব প্রেরণ করে। সে প্রেক্ষিতে এ বিভাগের বর্তমান প্রকল্প সংখ্যা, মেগা প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি এবং এমটিবিএফ বাজেটে অর্থ বিভাগ থেকে প্রদত্ত বরাদ্দ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উন্নয়ন বাজেট ঘাটতি উল্লেখ করে বেজা'কে পত্র দেয়া হয়। বেজা তাদের ১৮-০৩-২০১৮ তারখের এক পত্রে পুনরায় মেঘনা ইকোনমিক জোনের জন্য ২.৭০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণের প্রস্তাব প্রেরণ করে। প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ০২-০১-২০১৮ তারিখে মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মেঘনা ইকোনমিক জোনের সংযোগ সড়কসহ ০৫টি ইকোনমিক জোনের জন্য সংযোগ সড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ পরিস্থিতিতে আলোচ্য সভা আহ্বান করা হয়েছে।

৩. আলোচনাঃ

৩.১ সভায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বর্তমান প্রকল্প সংখ্যা, প্রকল্পের ধরণ এবং প্রকল্পসমূহের অনুমোদিত ব্যয় ইত্যাদি নিরীখে বরাদ্দ চাহিদা ও প্রাপ্ত বরাদ্দ পরিস্থিতি উল্লেখ করে বলা হয় যে, বর্তমানে মেট্রোরেল, সাসেক সংযোগ সড়ক ১ ও ২, ক্রস বর্ডার রোড ইম্প্রুভমেন্ট, ঢাকা-মাওয়া ৪-লেন প্রকল্প, ওয়েস্টার্ন ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্টসহ অনেকগুলো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। একইসাথে জেলা মহাসড়ক ও আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়নের জন্য ২০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। চলতি অর্থবছরে ৪০টিরও অধিক নতুন প্রকল্প ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে এবং বেশ কিছু নতুন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে, যেগুলো শীঘ্রই অনুমোদিত হবে। তাছাড়া সকল জোনের বেইলী সেতু প্রতিস্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। চলমান প্রকল্পের অধিকাংশ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সমাপ্ত করতে হবে। এমআরটি লাইন-১ ও ৫ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়ে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নতকরণ প্রকল্প জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। সাসেক সংযোগ সড়ক প্রকল্প হিসেবে রংপুর-

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-30

বুড়িমারী এবং রংপুর-বাংলাবান্ধা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এ বিভাগের এডিপি বরাদ্দ চাহিদা প্রতিবছর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সভায় অবহিত করা হয় যে, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের এডিপি বরাদ্দ চাহিদা যথাক্রমে ৬১৮২ কোটি, ১২১৫৮ কোটি, ১৯৪৪২ কোটি ও ৩৮০৪০ কোটি টাকা। এ চাহিদার বিপরীতে উল্লেখিত অর্থবছরগুলোতে যথাক্রমে ৪৬৩৯ কোটি, ৭৯৭০ কোটি, ১৬৮২০ কোটি ও ২০৮১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন যে হারে প্রয়োজন সে হারে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তিতে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ পরিস্থিতি বিবেচনায় আলোচ্য প্রকল্প ও অন্যান্য অর্থনৈতিক অঞ্চলে সংযোগ সড়ক নির্মাণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমীচিন ও যুক্তিযুক্ত হবে বলে মন্তব্য করা হয়। এ বিভাগের বাজটের আওতায় বেজা'র প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে হলে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের নিজস্ব প্রকল্প বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দুরুহ হবে।

৩.২ প্রস্তাবিত সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে আলোচনায় অধিকতর সুনির্দিষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা আবশ্যক। সেজন্য প্রয়োজনে পৃথক একটি স্ট্যাডি প্রকল্প গ্রহণ করার পক্ষে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। এছাড়াও প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতাধীন সড়কসমূহের বর্তমান অবস্থা, সড়কের দৈর্ঘ্য, নির্মিতব্য সড়কের বিস্তারিত নকশা/ডিজাইন প্রণয়ন করে বছরভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন করা সমীচীন। এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগাধীন সড়ক পরিবহন সেক্টরের যুগ্মপ্রধান বলেন যে, প্রস্তাবিত সকল ইকোনমিক জোনের সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য বিস্তারিত সার্ভে/স্ট্যাডি করে ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রণয়ন করত: প্রাথমিক ব্যয় প্রাক্কলন করা প্রয়োজন। তাহলে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাস্তবায়ন কার্যক্রম সহজেই গ্রহণ করা যাবে এবং কোন কালক্ষেপন হবে না। একই সাথে অর্থের চাহিদা সম্পর্কে বেজা কর্তৃক অর্থ বিভাগকে অবহিত করতে পারবে। আলোচনায় তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পটি/প্রকল্পসমূহ সড়ক উন্নয়নের জন্য গৃহীত হবে বিধায় এ ধরণের প্রকল্প পরিবহন সেক্টরের সড়ক পরিবহন সাব-সেক্টরভুক্ত হবে। প্রকল্প প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সার্বিক সহযোগিতা করতে পারে। তবে প্রকল্পে বেজা'কে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে প্রতিফলিত করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়াধীন প্রকল্প হিসেবে দেখানো যৌক্তিক ও সমীচীন হবে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে দিবে। অর্থায়নের সার্বিক বিষয়ে সভায় উপস্থিত অর্থ বিভাগের প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়। সভায় উপস্থিত সকলেই এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৩.৩ এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, বেসরকারি ইকোনমিক জোনসমূহ নির্মাণের অগ্রগতি তুলনামূলক আশাব্যঞ্জক। সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকারি/বেসরকারি খাতের উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা প্রয়োজন। বেজা প্রতিনিধি প্রস্তাবিত মেঘনা ইকোনমিক জোনের জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আষাড়িয়ার চর হতে ছয়হিষ্যা গ্রাম পর্যন্ত ২.৭০ কিলোমিটার সংযোগ সড়কে ১টি খসড়া লোকেশন ম্যাপ সভায় উপস্থাপন করেন। ম্যাপ অনুযায়ী নদীর পাড় দিয়ে এ নতুন সড়ক নির্মাণ করা হবে। এ সড়ক নির্মাণের বিষয়ে কোন স্ট্যাডি আছে কিনা সভাপতির এ প্রশ্নের জবাবে বেজা প্রতিনিধি তাদের জনবল সংকটের বিষয় উল্লেখপূর্বক জানান যে, ভূমি সংক্রান্ত খসড়া প্রতিবেদন মেঘনা ইকোনমিক জোনের সহায়তায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যা একেবারেই প্রাথমিক ধারনা লাভের জন্য প্রণীত।

৩.৪ সভায় মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চল, সোনারগাঁও অর্থনৈতিক অঞ্চল, আমান অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রস্তাবিত সংযোগ সড়ক নির্মাণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণের বিষয়ে আলোচনায় প্রয়োজনীয় ভুমির কতটুকু খাস খতিয়ানভুক্ত তা জানা প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করা হয়। প্রস্তাবিত সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য নিয়ম অনুযায়ী সার্ভে করে যানবাহনের ধরন, পরিমাণ, প্রয়োজনীয় ভূমির চাহিদা/পরিমাণ, কতটুকু খাস, কতটুকু ব্যক্তিমালিকানাধীন ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করে নির্মিতব্য সড়কের ডিজাইনসহ পরবর্তী ১ মাসের মধ্যে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও ডিপিপি প্রণয়ন করে বেজা'কে দেয়ার জন্য সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

৩.৫ বেজাভূক্ত ইকোনমিক জোনের সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভে/স্ট্যাডি করে তথ্য-উপাত্ত প্রণয়নে সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট সওজ অধিদপ্তকে অনুরোধ করা হয়। বর্তমানে মাতারবাড়ী, সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সংযোগ সড়ক নির্মাণার্থে তথ্যাদি স্ব-স্ব সড়ক জোন/বিভাগের মাধ্যমে সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট প্রস্তুতির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। মীরেশ্বরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের সংযোগ সড়ক ৪-লেনে নির্মাণের বিষয়ে পিআইসি'র সভা করে সওজ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। মেঘনা ইকোনমিক জোনের সংযোগ সড়ক নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়নের জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে ১ মাসের মধ্যে ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক বেজা'য় প্রেরণের জন্য বলা হয়। ডিপিপি পাওয়া গেলে বেজা যথারীতি তা প্রক্রিয়াকরণপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করতে পারে।

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-30

৪। সিদ্ধান্তঃ

৪.১ সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক মেঘন ইকোনমিক জোনের জন্য ঢাকা-চট্রগ্রাম হাইওয়ের আষাড়িয়ার চর সেতু হতে ছয়হিস্যা গ্রাম পর্যন্ত ২.৭০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণের নিমিত্ত যানবাহনের ধরন, পরিমাণ, প্রয়োজনীয় ভূমির চাহিদা/পরিমাণ, কতটুকু খাস, কতটুকু ব্যক্তি মালিকানাধীন ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করে নির্মিতব্য সড়কের ডিজাইনসহ মোট জমির পরিমাণ, কতটুকু খাস খতিয়ানভুক্ত, কতটুকু ব্যক্তি মালিকানাধীন ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী ১ মাসের মধ্যে ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক প্রধানমন্ত্রী'র কার্যালয়াধীন বেজা'য় প্রেরণ করবে।

৪.২ সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক সোনারগাঁও অর্থনৈতিক অঞ্চল, আমান অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রস্তাবিত সংযোগ সড়ক নির্মাণের নিমিত্ত যানবাহনের ধরন, পরিমাণ, প্রয়োজনীয় মোট জমির পরিমাণ, কতটুকু খাস খতিয়ানভুক্ত, কতটুকু ব্যক্তি মালিকানাধীন ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করে ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক প্রধানমন্ত্রী'র কার্যালয়াধীন বেজা'য় প্রেরণ করবে।

৪.৩ প্রস্তাবিত মাতারবাড়ী, সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সংযোগ সড়ক নির্মাণার্থে বাস্তব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে এবং ডিপিপি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৪.৪ মীরেশ্বরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের সংযোগ সড়ক ৪-লেনে নির্মাণের বিষয়ে পিআইসি'র সভা করে পরীক্ষা/যাচাই করে সওজ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।

৪.৫ প্রস্তাবিত ৭৯টি ইকোনমিক জোনসহ সকল ইকোনমিক জোনের সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য পৃথক একটি স্ট্যাডি প্রকল্প গ্রহণপূর্বক বিস্তারিত সার্ভে/স্ট্যাডি করে সড়কসমূহের বর্তমান অবস্থা, সড়কের দৈর্ঘ্য, নির্মিতব্য সড়কের ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রণয়ন করত: বছরভিত্তিক প্রাথমিক ব্যয় প্রাক্কলন করা যেতে পারে।

৪.৬ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি/প্রকল্পসমূহ সড়ক উন্নয়নের জন্য গৃহীত হবে বিধায় এ ধরণের প্রকল্প পরিবহন সেক্টরের সড়ক পরিবহন সাব-সেক্টরভুক্ত করা যেতে পারে। প্রকল্পের ডিপিপি যথারীতি বেজা কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করতে পারে।

৪.৭ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন থেকে শুরু করে ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে। প্রকল্প দলিলে বেজা'কে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে প্রতিফলিত করা হবে।

৫. আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৭.০৫.১৮

মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-30